তারিখ 24 JAN 2016
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

যুগান্তর

শিক্ষকদের আন্দোলন কর্মসূচি

কর্মবিরতি নয়, চাই মেধার বন্ধন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কর্মবিরতির কর্মসূচি প্রত্যাহারের পর এবার
শুরু হতে যাচ্ছে দেশব্যাপী সরকারি কলেজের শিক্ষক এবং এমপিওভুক্ত
শিক্ষকদের আন্দোলন। শনিবার দেশের এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা উপজেলায়
উপজেলায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন। সরকারি কলেজ শিক্ষকরা
আগামী ২৬ জানুয়ারি পূর্ণ দিবস কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছেন।
নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুর মাসেই শিক্ষক সমাজের একের পর এক আন্দোলন ও
কর্মসূচির কারণে জিম্মি হয়ে পড়েছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন এবং দেশের
শিক্ষাব্যবস্থা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্কুল-কলেজগুলোর দ্বিগুণ-তিনগুণ টিউশন ফি-
র বাড়তি বিড়ম্বনা। এক কথায় বলা চলে, সমস্যার অক্টোপাস পিশে ফেলতে উদ্যত
দেশের শিক্ষা খাতকে। সরকারি কলেজের শিক্ষকরা অষ্টম পে-স্কেলে সৃষ্ট বৈষম্য
দূরীকরণের দাবিতে আন্দোলনে যাচ্ছেন। আর এমপিওভুক্ত শিক্ষক সমাজ
আন্দোলনে যাচ্ছেন নতুন পে-স্কেলে বিনাশর্তে এমপিওর দাবিতে।
শিক্ষা যেমন সুযোগ নয়— অধিকার, তেমনি শিক্ষা বাজারের পণ্যও নয় কিংবা
শিক্ষক সমাজ নয় পণ্য বিক্রেতা— শিক্ষার এই মর্মবাণী যেন আমরা বিস্মৃত
হয়েছি। ফলে শিক্ষাকেন্দ্রিক উদ্যোগ, আন্দোলন পরিণত হয়েছে দরকষাকষির
বাণিজ্যে! এটা দেশের সচেতন মানুষের কাছে কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না।
সরকার অষ্টম পে-স্কেল ঘোষণা করেছে সরকারি কর্মচারী, সরকারি সুযোগ-
সুবিধাভোগী শিক্ষক, এমপিওভুক্ত শিক্ষক সমাজের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যেই,
তাদের দুর্দশা লাঘবের বৃহত্তর স্বার্থে। সরকারের এ পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে
গিয়ে পে-স্কেলে যেসব অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়েছে, তা সব পক্ষের সমঝোতায়
অপনোদন করতে হবে। কারও অসন্তোষ, বঞ্চনা বা অমর্যাদার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে
পে-স্কেলের মাধ্যমে কোনো অবাঞ্ছিত বা অশুভ সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার অবকাশ
নেই। সরকারের নানা স্তরের সুবিধাভোগীরা নানাভাবে-বঞ্চনাবোধে আক্রান্ত
হচ্ছেন। এই বঞ্চনা ও অসঙ্গতির বিষয় পারস্পরিক সমঝোতার মধ্য দিয়ে দূর
করতে হবে। এর পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন ও শিক্ষাকে 'জিম্মি' করতে
গিয়ে প্রকারান্তরে নিজেদেরই 'জিম্মি' করা হচ্ছে— একথা কি সচেতন শিক্ষক
সমাজ উপলব্ধি করতে পারছে?
আমরা আশা করি, সরকারের তরফ থেকে নতুন পে-স্কেলে সৃষ্ট অসঙ্গতিগুলো
সংশোধন করে শিক্ষক সমাজের বঞ্চনা বোধ দূর করা হবে। শিক্ষকরা শিক্ষা
কার্যক্রমে বিরতি দিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি নয়, বরং শিক্ষাদান অব্যাহত রেখে
মেধার বন্ধন কর্মসূচির সূচনা করবেন, এটাই আমরা প্রত্যাশা করি।